দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 26 OCT 1995
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

ঢাকা বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষা

অকৃতকার্যদের বেশীর ভাগই খারাপ করিয়াছে ইংরেজীতে

রেজাম্নুর রহমান ॥ ঢাকা বোর্ডের এইচ,এস,সি পরীক্ষায় অকৃতকার্যদের মধ্যে শতকরা ৬০ জনই ইংরেজীতে কম নম্বর পাওয়ায় অকৃতকার্য হইয়াছে। নগরীর একটি নামকরা মহিলা কলেজের অকৃতকার্য ৯ শত ছাত্রীর মধ্যে ৬ শত জনেরই মূল সমস্যা ছিল ইংরেজী। এসএসসিতে ষ্টার মার্ক পাওয়া অনেক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী এইবার এইচএসসিতে পাস করে

(২য় পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

অকৃতকার্যদের

(১ম পৃঃ পর)

নাই শুধু ইংরেজীর কারণে। ঢাকা বোর্ডে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৫৩ হাজার ৫৫১ জন। তন্মধ্যে পাস করিয়াছে ৬৫ হাজার ১৮৮ জন। ফেল করিয়াছে ৮৮ হাজার ৩৬৩ জন। নগরীর নামকরা অনেক কলেজেই ফেলের তালিকা দীর্ঘ। লালমাটিয়া মহিলা কলেজ হইতে প্রায় ২ হাজার ছাত্রী পরীক্ষায় অংশ নেয়। ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক আব্দুল জলীল বলেন, লালমাটিয়া মহিলা কলেজের প্রায় ৯ শত ছাত্রী ফেল করায় কলেজ হইতে বোর্ডের নিকট রেজাল্ট শীট পুনঃ পরীক্ষার আবেদন করা হয়। এই কলেজের রেজাল্টশীট পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় শতকরা ৬০ জনই ইংরেজীতে কম নম্বর পাওয়ায় ফেল করিয়াছে। কলেজ কর্তৃপক্ষ অবশ্য এই বিষয়টি সহজভাবে মানিয়া নিতে নারাজ। ফেলের সংখ্যা বেশী হওয়ায় বিভিন্ন মহল হইতে বিভিন্ন ধরনের কথা বলা হইতেছে। এসএসসি পরীক্ষায় ঢালাও ৩৮ নম্বরের ঘাপলার কথা উল্লেখ করিয়া কেহ কেহ বলিতেছেন, এইচএসসিতেও এইরূপ ঘটিয়াছে কিনা তলাইয়া দেখা দরকার। গতকাল ঢাকা কলেজ, আদমজী ক্যান্টঃ কলেজ, সিটি কলেজ, তেজগাঁও কলেজের প্রায় শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী তাহাদের ফলাফল পুনঃ পরীক্ষার দাবীতে বোর্ড অফিসের সম্মুখে বিক্ষোভ পালন করে। বিক্ষোভকারীদের পক্ষ হইতে তিনজন ছাত্র বোর্ডের চেয়ারম্যানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানায়, আমরা ফেল করার মত পরীক্ষা দেই নাই। বিষয়টি আবারও পরীক্ষা করিয়া দেখুন। বোর্ডের চেয়ারম্যান তাহাদের উদ্দেশে বলেন, কাহাকেও ফেল করানোর জন্য আমরা দায়িত্ব পালন করিতেছি না। তবুও তোমাদের অভিযোগ যাচাই করিয়া দেখা হইবে। বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ময়েজউদ্দিন আহমদ ইত্তেফাককে বলেন, ভিত্তিহীন অভিযোগ করা ঠিক হইবে না। লালমাটিয়া মহিলা কলেজ বোর্ডে আপত্তি করিয়াছে। ফলাফল পুনরায় যাচাই করিয়া দেখা গিয়াছে কোথাও কোন ত্রুটি হয় নাই। ইংরেজীতে কম নম্বর পাওয়ায় অধিকাংশ ছাত্রী ফেল করিয়াছে। প্রফেসর ময়েজউদ্দিন আহমেদ বলেন, নানা কারণে পরীক্ষার ফলাফল স্থগিত থাকিতে পারে। ইহার জন্য বোর্ডে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সহিত যোগাযোগ করা যাইতে পারে। না জানিয়া ঢালাও কোন মন্তব্য করা উচিত নয়। একটি সূত্রের মতে, দেশের ৪টি বোর্ডের পরীক্ষায় পাশের হারের তারতম্য দেখা দেওয়ায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পর্যায়ে বিষয়টি প্রাথমিকভাবে আলোচিত হইয়াছে। এইবার ঢাকা বোর্ডে পাশের হার ৪২ দশমিক ৪৫, যশোর বোর্ডে ৪২ দশমিক ৬২। অপরদিকে কুমিল্লা ও রাজশাহী বোর্ডে পাশের হার যথাক্রমে ৫০ দশমিক ৮৩ ও ৫০ দশমিক ৫৭।

একটি সূত্রের মতে, দেশের বেশীরভাগ স্কুল-কলেজে ইংরেজীর দক্ষ শিক্ষক নাই। মেধাবী ছাত্র ছাত্রীরা শিক্ষকতা পেশায় আগ্রহী হইতেছে না। ফলে দেশে ইংরেজী শিক্ষায় সংকট দেখা দিয়াছে।